তারিখ ... 25 AUG 2008
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

প্রথম আলো

পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজে শিক্ষক ও আবাসনসংকট

স্নাতক সম্মানের তিনটি কোর্স চালু হয়েই বন্ধ, পিছিয়ে পড়ছে মেয়েরা

শংকর দাস, *পটুয়াখালী*

শিক্ষকসংকট, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, আবাসন সমস্যাসহ নানা সমস্যায় পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স বন্ধ হয়ে গেছে। এতে উন্নত শিক্ষা থেকে দরিদ্র-মেধাবী মেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে। কলেজটিতে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা আজও চালু হয়নি।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬৬ সালের ৪ জুলাই পটুয়াখালী শহরে কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৯৭৯ সালের ৭ মে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৮০০ ছাত্রী কলেজে পড়াশোনা করছে। সহযোগী অধ্যাপকের সাতটি পদ থাকলেও শিক্ষক আছেন মাত্র তিনজন। সহকারী অধ্যাপকের পদ রয়েছে ১২টি। কিন্তু ওই পদে শিক্ষক আছেন পাঁচজন। ১৯ জন প্রভাষকের পদ থাকলেও আছেন ১৩ জন। শরীরচর্চা পদে একজন শিক্ষক থাকলেও গ্রন্থাগারিক, সহ-গ্রন্থাগারিক পদ দুটি শূন্য। ইসলামী শিক্ষায় অধ্যয়নরত দুই শতাধিক ছাত্রীর জন্য বাইরে থেকে শিক্ষক এনে ক্লাস করানো হয়।

কলেজটিতে নেই পর্যাপ্ত একাডেমিক ভবন, উন্নত গ্রন্থাগার, কম্পিউটার কক্ষ; নেই মিলনায়তন ভবন, ক্যান্টিনের ব্যবস্থা। ছাত্রীদের আবাসন সংকট তো আছেই। দুটি আবাসিক ভবনের ১৫০ জন আসনে ২৫০ ছাত্রী ঠাসাঠাসি করে থাকে। কলেজে বিদ্যুতের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে ছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

কলেজ সূত্র জানায়, ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়। ২০০১ সালেই তা বন্ধ হয়ে যায়। ২০০১-২০০২ শিক্ষা বর্ষে এ কলেজ থেকে সম্মান প্রথম বর্ষে কোন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য না হওয়ায় ওই তিন কোর্স স্থগিত করা হয়।

অভিভাবকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, জেলার একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ও স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু না করলে উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের মেয়েরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। ব্যবসায় শিক্ষা ও স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালুর দাবিতে অভিভাবকেরা কলেজের অধ্যক্ষের কাছে বিভিন্ন সময় দাবি জানিয়ে আসছেন।

অধ্যক্ষ ২০০৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে কলেজে পুনরায় স্নাতক (সম্মান) বিষয় চালু করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠান। এ ছাড়া অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ ২০০৭ সালের ১২ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা খোলার অনুমতি চেয়ে আবেদন করে।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আজিজুর রহমান বলেন, সব ছাত্রীই জেলার একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজে পড়তে চায়। কোর্সগুলো চালু না হলে এ অঞ্চলের গরিব মেধাবী ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়বে।

অধ্যক্ষ আরও জানান, মিলনায়তন না থাকায় ক্লাস বন্ধ রেখে শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠান করতে হয়। কলেজের একাডেমিক ভবনটি পরিত্যক্ত হওয়ায় তা ভেঙে অপসারণ করা হয়েছে। নতুন করে একাডেমিক ভবন নির্মাণ না করায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা এ কলেজেই হয়। তখন কক্ষের সমস্যা দেখা দেয়। ক্লাস চালু রাখতে তাঁদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়।